মুনি হৈল বিশ্বামিত্র গাধির নন্দন।
মেনকার সঙ্গে তার হইল মিলন।।
তাতে জন্মে কন্যা শকুন্তলা নাম ধরে।
কুরুপাণ্ডবের আদি ব্যক্ত এ সংসারে।।
হরিণীর গর্ভে জন্মে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।
যার যজ্ঞে চরু জন্মে রামায়ণে শুনি।।
লোমপাদ রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি ছিল।
মুনি আগমনে শেষে ইন্দ্র বরষিল।।
অযোধ্যায় এসে সেই মুনি যজ্ঞ করে।
চরু খেয়ে তিন রাজরাণী গর্ভ ধরে।।
সেই গর্ভে হইলেন রাম অবতার।
যথাতথা জন্ম কিন্তু কর্ম ধর সার।।
ব্রহ্মার ঔরসে তিলোত্তমার উদরে।
বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ সে ব্যাক্ত চরাচরে।।
যোগ-বশিষ্ট রামায়ণ যোগে বসি করে।
ব্যাস মুনি জন্মে মৎস্যগন্ধার উদরে।।
চারি বেদ চৌদ্দশাস্ত্র আঠার পুরাণ।
বেদব্যাস-কৃত জীব বাসনা পুরণ।।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছে আপনি।
শক্ত্যাবেশ অবতার পৃথুব্যাসমুনি।।
তোর কেন ভয় হ'ল করিতে রচনা।
তোর জন্যে তপস্যা করিব দুইজনা।।
যার কর্ম সেই করাইবে তোরে দিয়া।
রচনা করহ গ্রন্থ তাহারে ভাবিয়া।।
এইভাবে কতদিন গত হ'য়ে গেল।
পারিব না ভেবে গ্রন্থ লেখা নাহি হ'ল।।
একদিন দৈবযোগে নিশি অবসানে।
গোঁসাই গোলোক এসে দেখায় স্বপনে।।
নরহরি রূপধরি বুকে হাটু দিয়া।
বক্ষঃস্থলে দিল হস্ত নখ বাঁধাইয়া।।
বলে তোরে নখে চিরি করি খান্ খান্।
নৈলে "শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত" পুঁথি আন।।
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ বর দিয়াছিল।
চতুর্বিংশবর্ষ এই গত হয়ে গেল।।
পুঁথি যদি না লিখিবি তোর রক্ষা নাই।
পুস্তক লিখিস যদি ছেড়ে দিয়ে যাই।।
স্বীকার করিনু আমি লিখিব পুস্তক।
কেমনে লিখিব আমি মূর্খ অপারক।।
শুনিয়া গোস্বামী অতি ক্রোধ ভরে কয়।
তুই মূর্খ প্রভুর লীলা তো মূর্খ নয়।।
গোস্বামী বলেন বেটা বুঝে দেখ সূক্ষ্ম।
তুই মূর্খ মহতের বর নহে মূর্খ।।
উপাধি দিয়াছে তোরে রসনা বলিয়া।
এতদিন পরে তাহা গিয়াছে ফলিয়া।।
কবিগাও কবিয়াল পণ্ডিত সমাজ।
উপাধি দিয়াছে তোরে কবি রসরাজ।।
হরিবংশে হরিপুত্র গুরুচাঁদ যিনি।
তিনি দেন উপাধি প্রেমিক শিরোমণি।।
ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বহুগুণে গুণী।
তিনি দেন উপাধি সরকার চূড়ামণি।।
ইতিনার ভট্টাচার্যপাড়া হয় গান।
সুকবি বলিয়া তোরে দিয়াছে আখ্যান।।
রজত মেডেলে সেই উপাধি লিখিয়া।
তোমার গলায় সবে দিল ঝুলাইয়া।।
কেন বল আমি নাহি জানি ব্যাকরণ।
এখন সাহস ভরে লিখিতে দে মন।।
যে লেখা যে পড়া জান তাহা উঘাড়িয়া।
দেশভাষা মতে দেও পুস্তক রচিয়া।।
যুবা-বুড়া সবে যাতে বুঝিবারে পারে।
সেইমত লিখে দাও আমাদের বরে।।
স্বপনেতে কেহ যদি পুঁথি করে দান।
সে জন পণ্ডিত হয় পুরাণে প্রমাণ।।
বিরজা নামেতে মধুকাণের ভগিনী।
স্বপনেতে পুঁথি তোরে দিল আমি জানি।।